তারিখ 19 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংবাদ

টাঙ্গাইল-নোয়াখালী

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ : অভিভাবক মহলে ক্ষোভ

সংবাদ ডেস্ক

টাঙ্গাইল ও নোয়াখালীতে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে অভিভাবকদের মাঝে বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ। প্রতিনিধিরা এ খবর জানান।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ৫৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১৯টি দাখিল মাদ্রাসায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, কালিহাতী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা করে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে বলে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে জানা গেছে।

গত বছর হাইকোর্ট বোর্ড নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় না করাসহ যেসব বিদ্যালয় অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছিল তাদের আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়ার নির্দেশনা জারি করেন। ওই নির্দেশনার আলোকে গত বছর কালিহাতী উপজেলার বেশকিছু বিদ্যালয়কে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের কাছে ফেরত দেয়ার জন্য তৎকালীন কালিহাতী উপজেলা নির্বাহী অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস চিঠি দিয়েছিলেন। এ বছর অজ্ঞাত কারণে হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করে পুনরায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মহোৎসব চলছে। কালিহাতী উপজেলার ৫৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১৯টি দাখিল মাদ্রাসার ৪ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী এ বছর এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণ করছে। বিদ্যালয়ের ভৌতিক পাওনা, কোচিং ফি, উন্নয়ন ও নানাবিধ খাত দেখিয়ে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র ৩ গুণ বেশি অর্থ আদায় করে ফরম পূরণ করছে। তাতে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এতে স্থানীয় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে কালিহাতী আরএস পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান তালুকদার জানান, তার বিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ২ হাজার টাকার বেশি অর্থ ফরম পূরণের জন্য আদায় করা হচ্ছে না।

কালিহাতী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন-অর-রশিদ জানান, অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। বোর্ড নির্ধারিত ১৮'শ' টাকায় সকল বিদ্যালয়ে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল কাশেম জানান, অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়ে আমার জানা নাই। তবে যদি কোন বিদ্যালয় বোর্ড নির্ধারিত ফি থেকে বেশি আদায় করে সে দায়ভার তাদের। এ দায়ভার আমাদের শিক্ষক সমিতি বহন করবে না।

চাটখিল (নোয়াখালী) : নোয়াখালী জেলার চাটখিলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোন রশিদ দেয়া হচ্ছে না। এতে করে অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, চাটখিল উপজেলা পরিষদের নাকের ডগায় দুটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বেসরকারী ভীমপুর উচ্চ বিদ্যালয় সহ ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৮টি মাদ্রাসার মধ্যে প্রায় সবগুলোই প্রতিষ্ঠানে এস.এস.সি ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে। সরকারিভাবে বিজ্ঞান বিভাগে ১ হাজার ৪৮৫ টাকা এবং মানবিক ও বানিজ্য বিভাগে ১ হাজার ৩৮৫ টাকা ফরম ফিলাপ ফি নির্ধারণ করা ছিল। তাছাড়া রয়েছে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ৫'শ টাকা করে কেন্দ্র ফি। এখানে বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩ হাজার ৫শ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেছে। এর মধ্যে হীরাপুর, কামালপুরসহ প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে টেস্ট পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণদের কাছ থেকে ৪ হাজার ৫শ টাকা করে আদায় করে। এবং ১ বিষয়সহ একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্যদের নিকট থেকে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেছে। সরকারিভাবে নির্ধারিত ফি দিতে যাওয়া কয়েকজন অভিভাবক বিদ্যালয় গিয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত অভিভাবকরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুতি জানিয়েও কোন প্রতিকার পাননি। এ শ্রেণীর কয়েকজন ভুক্তভোগী অভিভাবক তাদের নাম প্রকাশ না করা শর্তে এসব অভিযোগ করেছেন। কারন এসব ভোক্তভোগীরা জানিয়েছেন এতে সন্তানদের ক্ষতি করবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের রশিদ দেয়া হলে এগুলো নিয়ে অভিভাবকরা অভিযোগ করবেন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এ কারণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া অর্থের কোন রশিদ দেয়া হয়নি। এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে সরকারি আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ, এমপিওভুক্তি ও পরিচালনা কমিটি বাতিলসহ বিভিন্ন সমস্যায় পরতে পারে বলে জানিয়েছেন ২টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এজন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের রশিদ দিচ্ছেন না তারা। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, এ বিষয়ে তিনি কোন অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিবেন।